সংবাদ বিবৃতি

‘আদিবাসী’ নামে নিবন্ধনকৃত এনজিওসমূহের নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি

হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)’র গভীর উদ্বেগ এবং নির্দেশনাটি প্রত্যাহারের আহবান

[৩১ ডিসেম্বর ২০১৯] গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো একটি পত্রের মাধ্যমে (স্মারক নম্বর ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬০.৬৬.৪৯২.১৯.৮৮৮) ‘আদিবাসী/Indigenous’ নামে নিবন্ধনকৃত এনজিওসমূহের নাম পরিবর্তনের নির্দেশনা জারি করেছে। এ পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের নাম পরিবর্তনের জন্য এক মাস সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। এইচআরএফবি এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং অনতিবিলম্বে এ নির্দেশনা প্রত্যাহারের আহবান জানাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে তথ্য অধিদফতরের একটি পত্রের মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয়কে ‘আদিবাসী’ শব্দটি ব্যবহার বন্ধ করার জন্য বলা হয়। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে বসবাসরত জনগোষ্ঠী নিজেদের ‘আদিবাসী/Indigenous’ বলে চিহ্নিত করছে যা তাদের আত্ম-পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কয়েক বছর পূর্বেও ক্ষমতাসীন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী ও নেতৃবৃন্দ ধারাবাহিকভাবে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং এ জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার প্রত্যয় ব্যক্ত করে গিয়েছেন। এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেত্রী থাকার সময় থেকে ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর সরকার প্রধান হিসেবে একাধিক বার আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে গণমাধ্যমে বাণীও পাঠিয়েছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পর সরকারের পক্ষ থেকে বারবার এদেশে কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠী নেই বলে দাবি করা হচ্ছে। সরকারের এই স্ববিরোধী অবস্থান অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং একই সাথে এ দেশের নাগরিকদের একটি অংশের অধিকারের প্রতি অসম্মানজনক। আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও মানবাধিকারকর্মীরা বিভিন্ন সময়ে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু সরকার তার অবস্থানে অজ্ঞাত কারণে অনড়। সংবিধানের ২৩ নং অনুচ্ছেদে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, উপজাতি প্রভৃতি পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু কোথাও ‘আদিবাসী’ শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না-এ বিষয়টি বলা হয়নি। তাছাড়া সংবিধানে কোন পদ অন্তর্ভূক্ত নয় বলে তা ব্যবহার করা যাবে না মর্মে ধারনাটি অমূলক এবং বে-আইনি।

২০১৮ সালে ‘আদিবাসী’ শব্দটি ব্যবহার না করার নির্দেশ প্রদানের পর সম্প্রতি এনজিও ব্যুরো হতে জারিকৃত নির্দেশনায় আদিবাসী নামে নিবন্ধনকৃত সংগঠনসমূহের নাম পরিবর্তনের জন্য সময়সীমা বেধে দেয়ার ঘটনায় ফোরাম গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এছাড়া কোন একটি অধিদপ্তর থেকে এমন নির্দেশনা প্রদান তাদের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে কিনা সে প্রশ্নও উঠতে পারে। এ নির্দেশনায় আরো বলা হয়েছে যে, স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীতে ‘আদিবাসী’ শব্দের উল্লেখ কিংবা ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তত পাঁচবার এ শব্দটির উল্লেখ এবং “আদিবাসীদের জমি, জলাধার ও বন এলাকায় সনাতনী অধিকার সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে”– এমন প্রতিশ্রুতির সময়ও কি

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আদিবাসী শব্দের ব্যবহারকে হুমকি স্বরূপ বিবেচনা করেছিলেন? এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৫৭ (আইএলও কনভেনশন ১০৭) অনুস্বাক্ষর করেছিল। তাকে চ্যালেঞ্জ করার সাধ্য বা দুঃসাহস কি কারো থাকা উচিত? অনুমোদনের সময় দেশে আদিবাসী (Indigenous) নেই এবং কেবল উপজাতি (Tribal) রয়েছে মর্মে সরকার বলে নি। আইএলও কনভেনশন ১৬৯ সেই কনভেনশনেরই পরিবর্ধিত রূপ মাত্র। আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসীদের যে সনাতনী অধিকারের কথা বলা হয়েছে তাও এই আইএলও সনদে বর্ণিত অধিকারসমূহকেই নির্দেশ করে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার লিখিতভাবে জাতিসংঘকে জানিয়েছে যে দেশে স্মরনাতীত কাল থেকে (Time Immemorial) আদিবসী জনগোষ্ঠী রয়েছে (Jose R. Martinez Cobo, United Nations Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities এর Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations (UN Doc: E/CN. 4/Sub.2/1982/2/Add.6, 20 June 1982)। ফোরাম জানতে ইচ্ছুক, এ পত্রে স্বার্থান্বেষী মহল বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে। এবং তাদের উদ্দেশ্য কি? একই সাথে এ শব্দটি কিভাবে জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকিগ্রস্ত করছে সে বিষয়টিরও ব্যাখ্যা আবশ্যক বলে ফোরাম মনে করে।

সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং মানবাধিকারকর্মীদের গোষ্ঠী এবং মানবাধিকারকর্মীদের বক্তব্য ও অবস্থানের প্রতি চরম অবজ্ঞা এবং সরকারের কিছু কিছু মহলের এমন কঠোর অবস্থান সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক। ফোরাম মনে করে, বাংলাদেশে শত শত বছর ধরে বসবাসকারী এই সকল জনগোষ্ঠীর পরিচয়কে অস্বীকার করে নতুন পরিচয় প্রদানের এ প্রচেষ্টা অত্যন্ত দুঃখজনক, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অমানবিক। এতে করে একটি জনগোষ্ঠীকে তাদের আপত্তি সত্ত্বেও নিজস্ব ধারণা থেকে আরেকটি পরিচয় গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং কোনোভাবেই একটি গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও মানবাধিকারভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কাম্য নয়। একইভাবে এমন উদ্যোগ মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা- আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার, বিভিন্ন পরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, অংশগ্রহণ প্রভৃতি, বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত বা অনুমোদিত বর্ণবৈষম্যবিরোধী চুক্তি (CERD) এবং ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations 1957 (No. 107 of 1957) সহ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সনদের সাথে সাংঘর্ষিক। ফোরাম তাই এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে দ্রুততার সাথে নির্দেশটি প্রত্যাহার করার আহবান জানাচ্ছে।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197, Fax: +88-02-810 0187
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Experts:
Dr. Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).